গল্পে গল্পে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু

মূল

মুহাম্মদ সিদ্দিক আল মান্‌শাবী

অনুবাদ ও সম্পাদনায়

যোবায়ের হোসাইন রাফীকী

দাওরায়ে হাদীস (মুমতাজ)
আল জামিয়াতুল আহ্‌লিয়া দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
ফাযিল (অনার্স), আল হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ
তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, ঢাকা।

প্রকাশনায়

দারুস সালাম বাংলাদেশ
কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক প্রকাশনা
৩৮/৩, কম্পিউটার কমপ্লেক্স, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবা : ০১৭১৫৮১৯৮৬৯, ০১৯৭৫৮১৯৮৬৯
E-mail: darussalambangladesh@gmail.com

অনুবাদকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ তা'আলার যিনি মুসলমানদের জন্যে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার আদর্শ হিসেবে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মতো এক মহান রাষ্ট্রনায়ককে উপমা হিসেবে রেখেছেন। আর দরূদ ও সালাম সেই মহামানবের ওপর যাঁর আদর্শ অনুসরণে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী শাসন পরিচালনা করে বিশ্বের বুকে ন্যায়-ইনসাফের ইতিহাস গড়ে গেছেন।

হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর জীবনে ঘটে যাওয়া আকর্ষণীয় ঘটনাগুলো থেকে একশত ঘটনা বিশিষ্ট আরবীয় লেখক মুহাম্মদ সিদ্দিক আল মান্‌শাবী তাঁর ١٠٠ قِصَّةٍ وَقِصَّةٍ مِنْ حَيَاةِ عُمَرَ بْنِ خَطَّابٍ رضى الله عنه নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। বাংলা ভাষাভাষী কিশোর কিশোরীর নিকট ইসলামের উজ্জ্বল নক্ষত্র, ইসলামী রাষ্ট্রের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর জীবনের শিক্ষণীয় ঘটনাগুলো তুলে ধরতে আমরা এ বইটি বাংলায় অনুবাদ করার ইচ্ছা করি। অবশেষে মহান আল্লাহর ইচ্ছায় তা সম্পন্ন করি। সে একশত ঘটনার সাথে আমরা আরো কিছু আকর্ষণীয় ঘটনাও সংযোগ করি।

প্রিয় বন্ধুরা! বর্তমান অপসংস্কৃতির কবল থেকে নিজেদের রক্ষা করে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও সুন্দর জীবন গঠন করতে প্রয়োজন আদর্শবান নক্ষত্রতুল্য লোকদের অনুসরণ। কিন্তু বড় আফসোস! মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করে আমরা বিজাতীয় লোকদের অনুসরণ করে গর্ববোধ করি, অথচ আমাদের অতীত ইতিহাস কত উজ্জ্বল, ইসলামে কত মহান মহান ব্যক্তি রয়েছেন তা আমাদের অনেক ছোট বন্ধুরা

সূচিপত্র

হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

১.	পৃথিবীতে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর আগমন	১৪
২.	ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও ইসলাম	১৭
৩.	ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর অবস্থান	১৭
৪.	ইসলাম গ্রহণের পথে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	১৯
৫.	হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ইসলাম গ্রহণ	২১
৬.	ইসলাম গ্রহণের পর মক্কায় ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	২৬
৭.	হিজরতের পথে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	২৮
৮.	আল্লাহ তা'আলা যে মহিলার কথা শুনেছেন	২৯
৯.	বৃদ্ধা কবি	৩০
১০.	ক্ষুধার্ত শিশু	৩১
১১.	অন্ধ বৃদ্ধা মহিলা	৩৩
১২.	ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে শহীদ ঘোষণা	৩৪
১৩.	এক বেদুঈন যে তার মাকে নিয়ে তাওয়াফ করছিল	৩৪
১৪.	কবর থেকে যুবকের কথা	৩৬
১৫.	আপনার পরে আমি আর কাউকে স্বীকৃতি দিব না	৩৮
১৬.	আজ আমি আবু বকর থেকে এগিয়ে যাব	৩৯
১৭.	কুষ্ঠরোগী মহিলা	৪০
১৮.	ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর আত্মমর্যাদা	৪০
১৯.	ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সাথে মিলে যাওয়া কোরআনের আয়াত	৪১
২০.	সদকার উটের সেবায় ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	৪৪
২১.	গোলামের পেছনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	৪৪
২২.	ছেলেকে শিষ্টাচার শিখাচ্ছেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	৪৫
২৩.	পানির পাত্র বহন করছেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	৪৫
২৪.	তোমার কথা শুনবও না, তোমার আনুগত্যও করব না	৪৬
২৫.	স্বামীর অনুপস্থিতিতে এক মহিলা	৪৭

২৬.	খাওয়ার পর আবার খাওয়া!	৪৯
২৭.	মহিলা সঠিক বলেছে ওমর ভুল করেছে	৫০
২৮.	ওমর! শয়তান তোমাকে ভয় পায়	৫১
২৯.	সত্য বলেছে আউফ	৫১
৩০.	শয়তানকে আছাড় দিলেন ওমর, রাদিয়াল্লাহু আনহু	৫২
৩১.	যতক্ষণ না মানুষ পরিতৃপ্ত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ঘি খাব না	৫৩
৩২.	নিজের পরিচয় নিজেই বর্ণনা করছেন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু	৫৩
৩৩.	আল্লাহকে ভয় করুন, হে আমীরুল মুমিনীন	৫৪
৩৪.	দুইটি দোষ আছে তোমার মাঝে	৫৫
৩৫.	জারীর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বুদ্ধি	৫৬
৩৬.	তুমি যদি বিপথে যেতে তবে আমরা ঠিক করে দিতাম	৫৬
৩৭.	জান্নাতে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘর	৫৭
৩৮.	এ ব্যতীত আমার আর কোনো কাপড় নেই	৫৮
৩৯.	আমার আর তোমার মাঝে একজন লোক ঠিক কর	৫৮
৪০.	পায়ে হেঁটে নদী পার হলেন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু	৫৯
৪১.	আপনি আপনার পরবর্তীদেরকে কষ্টে ফেলে যাচ্ছেন	৬০
৪২.	উসামা বিন যায়েদের মর্যাদা	৬০
৪৩.	আপনি পবিত্রতা অবলম্বন করছেন আর তাই তারাও	৬১
৪৪.	ইবনে হুজাফার কপালে চুমু দিলেন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু	৬১
৪৫.	ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও গোস্ত	৬৪
৪৬.	অশ্বারোহী ও গনিমত	৬৫
৪৭.	আপনার সাথের লোককে ছেলের সুসংবাদ দিন	৬৬
৪৮.	আমাদেরকে অমুক ব্যক্তির কাছে নিয়ে চলুন	৬৮
৪৯.	তাওবাকারী বৃদ্ধ	৬৯
৫০.	পলায়নকারী রাজা	৭০
৫১.	বাড়ির দেওয়ালে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু	৭১
৫২.	তুমি তোমার প্রতিপালককে কি বলবে?	৭২
৫৩.	নীলনদের কাছে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চিঠি	৭৩

১১১. উম্মে সুলাইত পাওয়ার অধিক হকদার ১৩৪
১১২. ওমর নিজ ছেলেকে ধমকাচ্ছেন ১৩৪
১১৩. মধু মিশ্রিত পানি ১৩৫
১১৪. ওমর ও আতেকা ১৩৫
১১৫. খাদেমদের সাথে খানা খাচ্ছেন ওমর ১৩৬
১১৬. কবর থেকে উত্তর ১৩৭
১১৭. শহীদের ছেলে শহীদ ১৩৭
১১৮. মুসলমানদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ একটি গাছ ১৩৮
১১৯. তুমি কুরআন শিখ ১৩৯
১২০. খেজুর গাছ ও রোমের সম্রাট ১৪০

হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

আবু হাফ্‌স ওমর বিন খাত্তাব বিন নুফাইল বিন আব্দুল উজ্জা বিন রবাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন কুরত বিন রজাহ বিন আদী বিন কা'ব বিন লুয়ী বিন গালিব আল কুরাশী আল আদায়ী। তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। তিনি ছিলেন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, সফল বিজয়ী। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন। তাঁর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সেসব দুর্বল মুমিন ব্যক্তি থেকে কষ্ট দূর করেছেন, যাদেরকে কুরাইশরা চাবুক দিয়ে আঘাত করত, উত্তপ্ত বালিতে শুইয়ে পাথর চাপা দিয়ে রাখত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বারা সত্য ও মিথ্যাকে স্পষ্ট করে দিলেন। তিনি অগ্রগামী মুসলমানদের একজন। তাঁর অনেক অভিমত আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেছেন এবং সে সম্পর্কে আয়াতও নাযিল করেছেন। তিনি দ্বীন ও ঈমানকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁকে শয়তানও ভয় পেত। স্বভাবগতভাবে তিনি কঠোর ছিলেন। তবে তিনি মানুষকে সাহায্য সহযোগিতা করতেন। তাঁর চেহারায় গাম্ভীর্য অনেক বেশি ছিল। যে কেউ তাকে ভয় করত। তিনি অক্ষম ও রোগীদের সেবা করতেন। ন্যায়পরায়ণের আদর্শ ছিলেন। তিনি সম্মানিত খলিফাগণের একজন। ইসলামের জন্যে দুর্গের মতো ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে কা'বাঘরে নামায আদায় করেছেন। তিনি প্রকাশ্যে হিজরত করেছেন। তিনি সর্বদা সত্য কথা বলতেন। আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়নে তিনি কাউকে ভয় করতেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বংশনামা কা'ব বিন লুয়ীর সাথে গিয়ে এক হয়ে গেছে। তিনি আমুল ফিলের তেরো বছর পর জন্মগ্রহণ করেছেন এবং হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

তাঁর মর্যাদা : তাঁর মর্যাদার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনেকগুলো হাদিস বর্ণিত আছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ اللهَ جَعَلَ على لِسَانِ عُمَرَ وَ قَلْبِهِ

"আল্লাহ তা'আলা সত্যকে ওমরের মুখে ও অন্তরে রেখেছেন।"

তিনি আরো বলেছেন,

لَوْ كَانَ نَبِيًّا بَعْدِيْ لَكَانَ عُمَرُ

"আমার পরে যদি কেউ নবী হতো তবে ওমরই হতো।"

তিনি আরো বলেছেন,

كَانَ فِيْمَنْ قَبْلَكُمْ مُحَدِّثُوْنَ، وَإِنْ يَكُنْ فِيْ أُمَّتِيْ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعُمَرُ-

"পূর্ববর্তীদের মাঝে কেউ কেউ উদ্ভাবনকারী ছিল, যদি আমার উম্মতের মধ্যে কেউ থেকে থাকে তবে সে ওমর।"

তিনি বলেছেন,

إِنِّيْ لَأَنْظُرُ إِلٰى شَيَاطِيْنِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ قَدْ فَرُّوْا مِنْ عُمَرَ-

"আমি জ্বীন ও মানুষ শয়তানদেরকে দেখেছি তারা ওমরকে দেখে পালিয়ে যাচ্ছে।"

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

خَيْرُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّنَا أَبُوْ بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

"আমাদের নবীর পর এ উম্মতের সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি ছিলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তারপর ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।"